26

আজকের কাগজ

তারিখ 08 SEP 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১৭

নারী ও সাক্ষরতা

গীতা দাস

"বিদ্যা যদি মনুষ্যত্ব লাভের উপায় হয় এবং বিদ্যা লাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে, তবে নারীকে কোন নীতির দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।" কয়েক যুগ আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপরের কথা ক'টি বলেছেন। কিন্তু আজো কি আমরা তা বুঝতে পারছি? নিশ্চয়ই নয়। কারণ নারী যে মানুষ এ পরিচয়ইতো বাস্তব সত্য হলেও স্বীকৃত সত্য নয়। এ অধিকারই তো প্রতিষ্ঠিত নয়। যে জন্যে এখনো শ্লোগানে, পোস্টারে, লিফলেটে, সেমিনারে কর্মশিবিরে র‍্যালীতে, মিছিলে বলতে হচ্ছে- "মানবাধিকারই নারী অধিকার।" আর নারীও মানব এ অধিকারের সাথে এ সত্যের স্বীকৃতির সাথে সম্পৃক্ত মানবের মৌলিক অধিকার শিক্ষার দাবী।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নারী শিক্ষা বা স্ত্রী শিক্ষাই আধুনিক হবার প্রয়াসে একবিংশ শতাব্দীর জানালার পাশে এসে হয়েছে নারী ও সাক্ষরতা। আধুনিক হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষায় লেখার শিরোনাম নারী ও সাক্ষরতা হলেও বাস্তব অবস্থা যে মধ্যযুগীয় এতে কোন সন্দেহ নেই।

বালিকা শিক্ষা তথা নারী শিক্ষার নামে এত ছাড়পত্র-ঢাকঢোল পেটানো-সুযোগ-সুবিধাদান-সবইতো নারীকে মধ্য যুগ থেকে উতরিয়ে আধুনিক যুগে টেনে আনার প্রয়াস। অবস্থা সুবিধার হলে অর্থাৎ বেগতিক না হলে বালিকা শিক্ষার জন্যে এত হাঁকডাক নিশ্চয়ই ছাড়া হতো না। তবে নারীর সাক্ষরতার হার তথা নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধিতে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ যতটা আলংকারিক ও আনুষ্ঠানিক ততটা আন্তরিক কিনা তা ভেবে দেখার দাবী রাখে। কারণ বালিকা বৃত্তির জন্যে সরকারের যে সব শর্ত রয়েছে ধারাবাহিকভাবে অবহেলিত বালিকাদের পক্ষে তা গ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন চাট্টিখানি বিষয় নয়।

তাছাড়া, মেয়ে শিশুকে শিক্ষিত করার বিষয়টি রেডিও টিভিতে প্রচার শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যক্রমে মেয়ে শিশুকে পড়াতে উদ্বুদ্ধ হবার মত বিষয় সন্নিবেশিত হওয়া প্রয়োজন। এমন কিছু গল্প বা পাঠ পাঠ্যক্রমে থাকা বাঞ্ছনীয় যা থেকে ভাইটি পড়তে গিয়ে বোনটিকে নিয়ে যাবার প্রেরণা পায়।

শিশুটি প্রথম শ্রেণীর বইয়ে পড়ে "আলম বল খেলে। আমিনা পুতুল খেলে।" ঘরেও দেখে তার বোন পুতুল খেলে বা বাস্তবে পুতুলের মত ছোট ভাই বোনকে কোলে রাখে। অথবা মায়ের মত রান্না বান্না খেলে। বইয়ে দেয়া ধারণার সাথে বাস্তবের মিল দেখে ভাইটির মনে কোন প্রতিক্রিয়া হয় না। আর আলমের মত ভাইটিও বল খেলে। বল খেলা শুধু খেলা নয়- বাইরে যাবার আহবান। আর বাইরে যাওয়া মানেই পৃথিবীর সব প্রান্তের সাথে যুগসূত্র অনুভব করা। আর বোনটির বেলায় গৃহবন্ধনের প্রতীকী চেতনা। বড়জোর প্রথম শ্রেণীর বইয়ের প্রথম দিকে, খেলার সময় দড়ি নিয়ে লাফায় এর বেশি নয়।

এ বইয়ের ১৭ নং পৃষ্ঠায় ছেলেটি আঁকশি দিয়ে আম পাড়ে। আর ৩০ নং পৃষ্ঠায় মিনি তথা মেয়ে শিশু শাক তুলছে। পারিবারিক সবজি বাগান থেকে মেয়েটির শাক তোলা সামাজিক শ্রম বিভাগের বাস্তব চিত্র বই কিছু নয়। ঈদগাহে (ধর্মীয় অনুষ্ঠানে) পুরুষের ছবি। ঋষি (ধর্মীয় ব্যক্তিত্বে) পুরুষের ছবি। কাঠুরে, জেলে, মাঝি, কৃষক প্রমুখ পেশাজীবীরা পুরুষ হিসেবে চিত্রিত। আর মহিলা ৫৭ নং পৃষ্ঠায় কলসি কাঁখে পানি আনছে। এ সব শিশুমনে সামাজিক তথা লিঙ্গগত শ্রমবিভাগকে সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত করছে। যদিও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এক পোস্টারে প্রথম শ্রেণীর বইয়ে ছেলে ও মেয়ের সমান গুরুত্ব দিয়েছে বলে দাবী করেছেন।

যদি বোনের পড়ার কথা বইয়ে সুনির্দিষ্ট ও স্পষ্ট করে থাকত তবে বোনকে পড়তে না দেখে ভাইটির মনে যে প্রতিক্রিয়া হত তা বোনের পড়ার ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া জাগাত। আর বর্তমানের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে Child to child approuch নামে যে শিশু শিক্ষার কৌশল চলছে— তা ও এখানে অন্য আঙ্গিকে মেয়ে শিশুর পড়ার ব্যাপারে প্রভাব ফেলত।

পাঠ্য বইয়ে কোন নারীর এমন কোন জীবনী নেই যা পড়ে ভাইটি বোনকে ভবিষ্যতের মহিয়সী হিসেবে কল্পনা করার প্রেরণা পায়। জীবনী আছে কাজী নজরুল ইসলামের, ডঃ কুদরুত-ই-খুদার, মোঃ শহীদুল্লাহ্‌র, অতীস দীপংকরের। আছে বীরশ্রেষ্ঠদের কথা। যাতে ভাইটি কল্পনায় নিজেকেই ঐ সব চরিত্রে দেখে-বোনটি নয়। ভাইটি ভবিষ্যতে বাবা হয়ে নিজের ছেলেকেই দেখতে চায় বীরের চরিত্রে। কোন মনীষীর বেশে। আর বোনটিকে পরে মেয়েটিকে দেখতে চায় শাশ্বত নারী চরিত্রে-সুগৃহিণীরূপে। যে সুচারুভাবে সংসার চালাতে দক্ষ-সিদ্ধহস্ত। অন্য কোনভাবে নয়। এভাবেই বাবা ও ভাইটির মগজ ধোলাই হয়। তারা হয়ে পড়ে সামাজিকীকরণের শিকার। যার জের হিসেবে নারী সাক্ষরতার হার তুলনামূলক ভাবে বাড়ে না।

লেখাপড়ায় যোগ্যতা প্রকাশে তুলনামূলকভাবে মেয়েদের পিছিয়ে থাকারও বাস্তব কারণ রয়েছে। আমি চাকরি সূত্রে প্রাপ্ত নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। এ বৎসরের প্রথম দিকে আমি একজন শিক্ষকের প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষাদান পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করছি। ঐ দিনের পাঠ ছিল ই। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে শিক্ষক জানতে চাইলেন, ই দিয়ে কি কি শব্দ হয়? ছাত্র-ছাত্রীরা বলল-ইট ও ইঁদুর। শুধু ছাত্ররা বলল-ইমাম। পরে শিক্ষক উক্ত শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করতে বললেন। ছাত্র-ছাত্রী উভয় দলই ইট ও ইঁদুর দিয়ে বাক্য বলেছে। কিন্তু ইমাম দিয়ে শুধু ছাত্ররা বাক্য বলতে পেরেছে। শিক্ষক মেয়েদেরকেও ইমাম দিয়ে বাক্য বলতে বলেছেন। কিন্তু তারা পারেনি। দু'একজন মেয়ে বলেই ফেলেছে, স্যার, ইমাম কি করে জানিনে। অথচ প্রত্যেকটি ছেলে তা জানে। এখানে তুলনামূলকভাবে প্রথম শ্রেণীর শিশু হিসেবে ছেলেদের শব্দভান্ডার সমৃদ্ধ। অর্থাৎ অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়ার বাস্তব পরিস্থিতি ছেলেদের অনুকূলে।

উপানুষ্ঠানিক বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও নারীদের সাক্ষরতার প্রতি রয়েছে মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গি। আগে ছিল শিক্ষিত জাতির জন্যে, শিক্ষিত সন্তানের জন্যে, শিক্ষিত শয্যাসঙ্গিনীর জন্যে নারী শিক্ষা। আর বর্তমানেও নারী সাক্ষরতার কর্মসূচীও শর্তসাপেক্ষ। যেমন ঃ

- ☆ লেখাপড়া শিখে পরিবারের পুষ্টির নিশ্চয়তা দেবে।
- ☆ পারিবারিক দায়িত্বের ছবক জানবে।
- ☆ গৃহ ব্যবস্থাপনা শিখবে।
- ☆ গার্হস্থ্য অর্থনীতি জানবে।
- ☆ স্বামীকে চিঠি লিখবে।
- ☆ বাচ্চাকে পড়াবে।
- ☆ সংসারের হিসাব রাখবে।
- ☆ পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষায় যত্নবান হবে।
- ☆ সঞ্চয়ের গুরুত্ব বুঝবে, ইত্যাদি।

অর্থাৎ উপানুষ্ঠানিক সাক্ষরতার কর্মসূচীতে উপরোক্ত সচেতনতার বিষয়গুলোকে গরুর সঙ্গে লাঙ্গলের মতই জুড়ে দেয়া হয়েছে। সেজন্যে এ কর্মসূচী তত্ত্বকথার ভারে, তথ্যের আধিক্যে বাস্তবতা হারাচ্ছে। আগে চোখ ফুটুক। পরে তো ফুল পাখি দেখবে। রঙ চিনবে। তা না করে আগেই ফুল, পাখি, রঙ চেনানোতে ব্যস্ত। যার প্রভাবে সাক্ষরতা কর্মসূচীর অব্যাহত শিক্ষার ধারা ব্যাহত হচ্ছে।

পারিবারিক পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ ইস্যুতে বর্তমানে সবার মগজ ধোলাই হয়ে আছে। অবিবাহিত যুবক যুবতী, এমনকি কিশোর কিশোরী পর্যন্ত কারো দু'টোর বেশি ছেলে মেয়ে শুনলে নাক কুঁচকায়, উপদেশ দিতে ভুলে না। দায়িত্ব পালন করে উদ্বুদ্ধকারীর, পাশের বাড়ির কলেজে পড়ুয়া ছেলেটি পাঁচ ভাইবোন বলতে লজ্জা পায়। সে সবার বড় হলেও সে পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে নিজেকে সবার ছোট বলে অপরিচিতদের কাছে পরিচয় দেয়। যাতে মনে হয় মা বাবা অনেক আগে এ ভুলটি করেছেন। এখন হলে তা হতো না।

এমনি করে সাক্ষরতা সর্মসূচী সম্পর্কে, নারী সাক্ষরতা সম্পর্কে সবার মগজ ধোলাই হবার মত আয়োজন করতে হবে। পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজের প্রত্যেক শিক্ষিত, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই হতে হবে সচেতন। কমপক্ষে একজনকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার দায়িত্ব নিতে হবে। সাক্ষরব্যক্তিমাত্রই হবে সাক্ষরতাকর্মী-উদ্বুদ্ধকারী। প্রথমেই নিজের পরিবারকে স্বাক্ষর করার কর্মসূচী নিতে পারি। বাসার কাজের মেয়েটিকে পরিবারের সদস্য ধরে নিয়ে তাকে দিয়েও শুরু হোক এ কর্মসূচীর শুভ উদ্বোধন।

গীতা দাস : কলাম লেখক।